প্রসাদ সঙ্গীত।

কবিরঞ্জন

সাধক ৺ রামপ্রসাদ সেন

প্রণীত।

৯০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅক্ষয়কুমার দে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৩৩ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল।

[মূল্য ।০ আট আনা।

সূচীপত্র।

সঙ্গীত	পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

কবিরঞ্জন।

৺রামপ্রসাদের জীবন চরিত।

জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতী হালি সহর পরগণার অধীন, কুমারহট্ট (কোমর হাটি) গ্রামে, প্রায় ১৮২ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭২৭ সালে, বৈদ্যবংশে, সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন এবং পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রাম-মোহন নামে দুই সন্তান এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই সন্ততি ছিল। রামদুলালের পুত্রের নাম রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের পুত্রদ্বয়ের নাম গোরাচাঁদ ও কালাচাঁদ। রামমোহনের জয়নারায়ণ ও দুর্গাদাস নামে দুই পুত্র জন্মে; ইহাদের মধ্যে দুর্গাদাস নিঃসন্তান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। জয়নারায়ণের পুত্র গোপালকৃষ্ণ এবং গোপালকৃষ্ণের পুত্রের নাম কালীপদ। শুনি-য়াছি, কালীবাবু অ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে অভিষিক্ত আছেন। রামেশ্বর হইতে কালীপদবাবু পর্য্যন্ত কবিবরের বংশে অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামপ্রসাদের বাল্যলীলার ইতিবৃত্ত অন্যান্য প্রাচীন কবিদিগের বাল্যলীলার ন্যায় একপ্রকার অন্ধকারময় বলিলেই হয়। যতদূর অনুমান করিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, বাল্যকালে রামপ্রসাদ চঞ্চল, চতুর, হৃষ্ট, বাক্‌পটু এবং সরল

ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শরীর বেশ সবল ও সুন্দর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যরক্ষার সুনিয়ম সমুহ পালন করিয়া তিনি সুস্থ শরীরে সরল মনে, শান্তিতে ও বিমলানন্দে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন নাই। বাঙ্গালা, পারস্য, সংস্কৃত ও হিন্দিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া সাধক, গায়ক ও কবিরূপে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দার পরিগ্রহ করেন; এই সময়ে মুর্শিদাবাদে নবাব সেরাজুদ্দৌলার সহিত বৃটিশ বীরদিগের সংগ্রাম হইবার ষড়যন্ত্র ও কৌশলজাল বিস্তৃত হইতেছিল; এবং এই সময়ে কৃষ্ণনগরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংরক্ষণে যথাসাধ্য যত্ন প্রকাশ করিতেছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের এই সময়ে প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

রামপ্রসাদের পিতার সংসারিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। অনেক কষ্ট করিয়া পরিবারস্থ অনেকগুলি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিতে হইত। প্রসাদের অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায়, প্রসাদকেই সমুদায় সাংসারিক ভার বহন করিতে হইয়াছিল। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ গোষ্ঠীপতি, কুলীনাগ্রগণ্য বংকুলাধিপ দুর্গাচরণ মিত্রের গৃহে কবিবর একটী সামান্য বেতনের চাকুরী গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। মিত্র মহাশয় রামপ্রসাদের কবিত্ব, ঈশ্বরপ্রেম, ধর্ম্মানুরাগ, দেবতায় অতুলনীয় ভক্তি, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ

রাশির পরিচয় সত্বর পাইয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য মাসিক ত্রিংশ মুদ্রা বেতনের পেন্সন দিয়া বিদায় দিলেন। রামপ্রসাদ অনর্থ অর্থ উপার্জ্জনের দায় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া তন্ত্রশাস্ত্র মতে শবসাধনা ও কালীদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে ক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার ঈশ্বর প্রেমে, পূর্ণ সাত্বিক ভাবে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন। তিনি একজন ব্রাহ্ম বা ঔপনিষদিক হিন্দু ছিলেন; বৈদিকমতের প্রতিবাদ করিয়া, বৈদান্তিক মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। তাঁহার মনোমোহিনী পদাবলী পাঠে জানা যায়, যে অবস্থায় সাধকের মন উপনীত হইলে, বিষ্ঠা চন্দনে ভেদ থাকে না, ব্রাহ্মণ শূদ্রে পার্থক্য থাকে না, সংকীর্ণ ভাবাদি কোন ক্রমেই হৃদয়ের কোন অংশেই প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না এবং সমগ্র জগতকেই ব্রহ্মময় বলিয়া সাধকের চক্ষে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিস্তার করে ও ঈশ্বরানুরাগের অতুল বলে পরব্রহ্মকে হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় স্পর্শনীয় বলিয়া বোধ হয়, রামপ্রসাদের জীবাত্মা ইহজগতে সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। বাস্তবিক তিনি একজন প্রকৃত সাধক ও প্রকৃত ভক্ত কবি।

রামপ্রসাদের পদাবলীর ভাব ও ভাষা অতীব মধুর। ইহাতে যে পরিমাণে নূতনত্ব, আদিমত্ব ও কবিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সচরাচর পৃথিবীর কোনও সাহিত্যেই এরূপ সরল, সুন্দর স্বভাবপ্রসূত পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রসাদের পদাবলীর সুর সম্পূর্ণ নূতন, তাহা "রামপ্রসাদি সুর" বলিয়া বিখ্যাত। রামপ্রসাদ ভজন, সাধন, বন্দনা, গজল প্রভৃতি

কাব্য, কীর্ত্তন, পদাবলী প্রভৃতিতে প্রায় সার্দ্ধেক লক্ষ সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসুন্দর, কালী কীর্ত্তন, কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শিব সঙ্কীর্ত্তন নামে ৪ খানি কাব্য রচনা করেন।

কিন্তু যে সকল মনোরঞ্জিনী, ভক্তি-রসামৃত-সিক্তা পদাবলী রামপ্রসাদী গীত বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহার বিরচনেই কবিবর সাধক, গায়ক, কারক ও ভক্ত-ভাবুক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ বা অমর হইয়া গিয়াছেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কিম্বদন্তি পরে রামপ্রসাদের সাধকত্ব ও কবিত্বের ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন এবং একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি পুরস্কার স্বরূপ দান করেন। মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র নানা প্রকারে বঙ্গদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার ন্যায় রসগ্রাহী, ভাবগ্রাহী, গুণগ্রাহী, স্বাধীন প্রকৃতিক, চিন্তাশীল, স্পষ্ট বক্তা, প্রিয়বাদী ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি বঙ্গদেশে কেন—ভারতে কেন, সমগ্র পৃথিবীর পূজা পাইবার যোগ্য; বস্তুতঃ ইনি বঙ্গের একটী অত্যুজ্জ্বল মহারত্ন, তবে পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাঁর দুই একটী কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর খুব সুমিষ্ট ছিল না কিন্তু তাহা না থাকুক, তিনি একজন সিদ্ধ প্রতিষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তান লয় মিলাইয়া ভক্তিভরে যখন ভগবতীর অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তখন বোধ হইত, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণী তাঁহার সম্মুখে পূর্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, বাহুল্য

ভয়ে সে সকল কথা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম না। রামপ্রসাদ দয়ালু, পরোপকারী, ধর্ম্মভীরু, সৎসাহসী ও নিরহঙ্কারী পুরুষ ছিলেন; এই জন্য লোকে তাঁহাকে মহামায়ার অনুগৃহীত সন্তান বলিয়া অভিহিত করিত। আর কিছুদিনের পূর্ব্বের লোক হইলে, রামপ্রসাদ হয়ত, অন্যতম অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া রহিতেন। রামপ্রসাদের মহৎ গুণ ছিল বলিয়াই, তখনকার নবাব, দেওয়ান, রাজা ও জমীদারেরা সততই তাঁহার সংসর্গ সুখলাভ করিতে প্রয়াসী হইতেন। শুনা যায়, নবাব সেরাজুদ্দৌলা একদা তাঁহার মুখে প্রসাদী গীত শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সঙ্গে না থাকিলে রাজা নবকৃষ্ণ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই নৌকারোহণে বায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন না।

রামপ্রসাদের সময় কুমারহট্টে (কেহ কেহ বলেন, হালিসহরে) অযোধ্যারাম গোস্বামী নামে আর একজন সুকণ্ঠ ও সুভাবুক গায়ক এবং কবি বাস করিতেন। তাঁহার 'কবির দল' ছিল, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে আজু গোঁসাই নামে পরিচিত। ইঁহার সহিত রামপ্রসাদের বড় আড়াআড়ি ছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উভয়কে নিকটে বসাইয়া উত্তর প্রত্যুত্তরে গান শুনিতেন। ইঁহাদের উত্তর প্রত্যুত্তরের গীত সমূহ বড় কৌতুকাবহ এবং সুভাবযুক্ত। রামপ্রসাদের একটী গানও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নহে, সকলগুলিই উচ্চতম ঐশ্বরিক প্রেমরসাত্মক ভাবে পরিপূর্ণ। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ৭২ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১১৯৯ সালে, গঙ্গাতীরে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক পুত্র হইয়াছিল, স্বামী ও স্ত্রী

উভয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার সুনিয়ম সমূহ পবিত্র ভাবে আজীবন পালন করার এই যথেষ্ট প্রমাণ।

আমরা রামপ্রসাদের জীবনচরিত সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম, কিন্তু সৎপ্রবৃত্ত ও সদ্ভাবশালী মহাত্মাদিগের চরিত্র সমালোচনায় মনোমধ্যে যে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, এই প্রস্তাবে আমাদের তদ্রূপ আনন্দের উদয় হইল না। সমগ্র পৃথিবীর পবিত্র চরিত্রে যে মহাত্মার ন্যায় দেবোপম মূর্ত্তি, অনুপমা দেবভক্তি, অতুলনীয় কবিত্ব, অনন্যসাধারণ সাধকত্ব, অতি ধর্ম্মভীরুতা, অসীম শারীরিক এবং মানসিক বল, ক্ষমা দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণাবলী, অথবা অমানুষিকী পত্নীপরায়ণতা, আর কোনও মহাত্মার সদ্গুণ সমূহের তুলনায় উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং উচ্চতর হইতে উচ্চতম সীমায় উপনীত হইয়া অপরাপর মহানুভাবকবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপ নিষ্প্রভ করিয়া তুলে, তাঁহার পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত কি এত সংক্ষেপে লিখিয়া সাহিত্যপ্রিয় লেখকের মনোবৃত্তি পরিতোষ লাভ করিতে পারে।

প্রসাদ সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি॥
পদ রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি॥
প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥ ১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোকঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত॥

মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী যত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোর অভয় পদ॥(১)
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥ ২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি কৃষিকাজ জাননা। (২)
এমন মানবজমি রৈলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, (মন রে আমার)
তার কাছেতো যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে জাননা?
আছে একতারে মন (মন রে আমার)
এই বেলা তুই (৩) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, (৪) ভক্তিবারি তায় সেঁচনা।
ওরে একা যদি (মন রে আমার)
না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা (৫)॥ ৩॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ—হেরি শ্রীপদ মনের মত।
(২) „ „ মন তোমার কৃষি কায এলেনা।
(৩) „ „ এখন আপন ভেবে যতন করে।
(৪) „ „ গুরু রোপণ করেছেন বীজ॥
(৫) „ „ [illegible] নেনা।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥
মা সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা;
যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা।
ওমা যেজন তোমার নাম করে, তার হাড়ের মালা ঝুলি কাঁথা। ৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায় মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছ সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফুলে॥ ৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে, কালীপদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি;
হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনল দহন যথা করে তূলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃ ঋণে পায় ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণা নিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবলে এলোকেশী॥ ৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেনরে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণি হয়ে ভেকে ভয়, এ যে বড় অদ্ভূত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥

এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত।
ও মন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে রে তোর তেমি মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মন কর রে মনের মত।
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥ ৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল কেটে॥
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমি ধারা ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দেনা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥ ৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি বুঝবো হরে।
মায়ের ধরবো চরণ লব জোরে॥

ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন্ বিচারে
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বল্‌বো তারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে, ধন নলে কোন্ বিচারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দিক্ আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গা'র উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে, মার অভয় চরণের জোরে॥ ৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল,
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়্‌দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা, খেলা ধুলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাট,
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্‌লো ভুর, আগুণ বেঁধে কে রাখিবা॥ ১০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥
সমস্তং কর্ম্মেভ্যো বলে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা, আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে, গুরুতত্ব রাখ গাঁথা॥ ১১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কায় হারালাম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সে ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে॥
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন বাঁধিয়ে মাচা, কলসী কাচা বিদায় দেবে দণ্ডী বেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাস।
রামপ্রসাদ বলে, কায় গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥ ১২॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ভবের আশা খেল্‌বো পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ী পড়্‌লো॥
পোবারো আঠারো ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল।
শেষে কচে বারো পেয়ে মাগো পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো।
ছহই আট ছচার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হ'ল॥১৩॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

কেবল আশার আশা, ভবের আশা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার সুখে তিত মুখে সারা দিনটা গেলো॥
মা খেল্‌বে বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো॥১৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্ম তনয়, ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সুবিবেচক, তেঁইত শিবের দৈন্য দশা॥

সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কশা।
দুঃখিতে বিবাদ আছে মন করোনা একথায় গোসা॥
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা॥
মনে ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পুরাইবে আশা॥
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাষা॥
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥১৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে;
কিছু রাখলিনে মা তনয় বলে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেমি দাতা, তেমি দাতা কি আমায় হলে
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে॥
জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা, কতই দুঃখ দিয়েছিলে।
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্‌বো সর্ব্বনাশী বলে॥১৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার বাজি ভোর হলো;
ও মন কি খেলা খেলাবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল;
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটী বিপাকে মলো॥

ছটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো॥
দুখান তরি নিয়ত ভরি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈল॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণায় পাশে পীলের কিস্তি মাত হ'ল॥১৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার॥
গণ্ডযোগে জন্ম হ'লে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারি বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্ভার চড়াব॥
হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব॥
খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব॥
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব॥১৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।

কোন অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রিজারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে, বিষ খাইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলামজারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারি॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিসমিসে তার আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেরূপে মা আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল্ কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি॥১৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মিছে তুই তোর বুঝাবে কেটা।
মুখে বল্লি না রে মনরে ঠেটা॥

কোথা রবে ঘর বাড়ি, তোর কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আস্বে শমন, বাঁধবে কসে, মন কোথা রবে খুড়া জেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চাটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে, আছে যে যে জাকা আঁটা॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বল, ছাড়িবে সংসারের লেঠা॥ ২০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার,সারাদিন মা কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে।
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদ ভাসে।
আমার সেই যে কালী,মনের কালী,হলেন কালী তার বিষয় বশে॥২১

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
অবু তবু গিরিসুতা, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥
কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনার কর গতি॥
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে, করবে চার ফলে স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন,শোন্ যুকতি।
ওরে বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥২২

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাক্‌তে না দেখ্‌লে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে,
মোলে দণ্ডদুচার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারাসুত কেবল মাত্র মায়ার গোড়া
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্টকড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাড়া।
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকাতারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥ ২৩

---

*এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের গীত শ্রবণে নিতান্ত ইচ্ছুক হইলে, তিনি কুমারীরূপে তদীয় বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। রামপ্রসাদ তৎকালে গীত গাহিতে গাহিতে একটা ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন, তদীয় কন্যা পরমেশ্বরী তাঁহার বেড়া বাঁধিবার সাহায্যস্বরূপ দড়ি গলাইয়া দিতেছিল। তাঁহার কন্যা কোন কার্য্যোপদেশে স্থানান্তরে গমন করিলে, স্বয়ং ভগবতী তদীয় কন্যারূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ দড়ি প্রদানের কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা;
তুমি পাষাণে মেয়ে, বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও মা কাচ॥
উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে একত্রে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সেকি ভুলে পেয়ে কাচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥ ২৪॥

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল আড়া।

হৃদ্‌কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী॥
ঈড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী।
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে পায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি।
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী॥ ২৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ?
যে দেশে রজনী নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি।
মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা ক'রেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥২৬॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
এই জন্ম পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে॥২৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরে রে বাঁধ এঁটে।
কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্মপাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেগার বেটে।
ওরে এক পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে॥
নানা তীর্থ পর্যাটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারিফল বুঝনা রে দুঃখ চেটে॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে ব্রহ্মরন্ধ্র, যাক ফেটে॥ ২৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কে জানে কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপী করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণোগ লক্ষ এমন।
তাহা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকালে জেনেছেন কালীরমর্ম্ম,(১)অন্য কেবা জানে তেমন॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ;—সে যে কালীর মর্ম্ম কালে জানে দ্বিতীয় কে আছে এমন।

প্রসাদ ভাবে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধর্বে শশী হয়ে বামন ॥২৯॥

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল ঠুংরি।

অপার সংসার, নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণীকর গো নিস্তার ॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার ॥
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পুরাও মনস্কাম, জপি তারানাম, তারা তব নাম সংসারের সার ॥
কাল গেল কালী হলনা সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥৩০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা ॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুধে সাধ সেই গহনা।
বায়ুনে পবন বাস, তাহাতে সুপ্রকাশ,
মনরে ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জাগাও চেতনা ॥
কাচে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
মনরে সে জলে মিশাবে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা ॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তি ভ্রমে কাচে যত্ন,
মনরে ওরে শ্রীনাথ দত্ত, কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোলনা ॥

অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী,
মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,
মনরে ওরে সিঁদুর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা ॥ ৩১ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ও মন কেন ভুল ॥
কিঞ্চিৎ করোনা ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল ॥
যা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন কালী বল,
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুলো, ভব পারাবারে চল।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মন আমার কেন ভুল।
ওরে কালীনাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হল ॥ ৩২ ॥

প্রসাদী স্বর—তাল একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই ॥৩৩॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়খেমটা।

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোনকালে॥
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি ভাসালে সাগরের জলে॥
স্রোতের সেহালার মত, মাগো ফিরিতেছে ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নারেনা অগাধ জলে॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে।
শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী, শোন গো মা নারায়ণী।
তুই অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে॥ ৩৪॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়খেমটা।

ওমা হর গো তারা, মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহেনা॥
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে মাগো, জন্মিলে থাকে না।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মার চরণে আর ত ভবে জন্মিব না॥ ৩৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
কেবল বাদার্থমাত্র, ঘট পটরে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস,
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্র বটরে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে॥
শ্রুতি রাখ সত্বগুণে, দ্বিঅক্ষর কর মনে, (১)
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটরে॥(৩৬)

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন আমার ভুলোনা মা।
ও তুই জানিস্ না রে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি,
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা।
বাদে হ'লে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী,
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবেনা তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, কিসের খরচ কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি, কালীতারা উমাশ্যামা॥ ৩৭॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ;—অন্য নাম নাহি শুনে।
(২) „ „ শিরে কোটরে।

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞানশুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র তন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥ ৩৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কাষ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কায কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃদকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবা নিশি॥ ৩৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাকিবে আমার মন কেন কুপথে চলে॥
হেদে গো মা দশভুজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে॥
এ ভবসংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে॥ ৪০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্র খোরে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝে মন ঠারেঠোরে॥ ৪১॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা।

মায়া রে পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধজনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই।
মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা, আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখ সুখ॥
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে।
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ॥ ৪২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটি।
যেমন সরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ভে যখন, যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ি, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি।
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
তুমি যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি পাষাণের বেটি॥ ৪০।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্‌না রে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশা, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্‌না রে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কষে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে॥ ৪১।

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোনজন।
দুরন্ত শমন বাঁধ্‌বে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গানাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার, নাহি পারাবার, সকলি অসার ভেবে দেখনা॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে কাল যমযন্ত্রণা॥৪৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী॥
জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোত্তরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে, যাননি সেই ব্রজেশ্বরী॥
নাতোয়ানী কাচ কাচ মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥ ৪৬॥

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়া।

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনভৃঙ্গ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাবে কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রাভঙ্গ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥ ৪৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার কালী কুলাইব।
কালি কোসে কাগী বুঝে লব॥
সে নৃত্যকারী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় ধরিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব॥
কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠাটা, সে কটাকে কেটে দিব॥
কালী ভেবে কালী হয়ে, কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখ, কালী দিয়ে চলে যাব॥

প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী কালী বুলি না ছাড়িব ॥৪৮

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

একবার ডাকরে কালীতারা বোলে, জোর করে রসনে,
ও তোর ভয় কি শমনে॥
কায কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী,
তার কায কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তার মর্ম্ম কেবা জানে॥
ভজনের ছিল আশা, স্বর্গ মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাবে ভেবে মনে ॥ ৪৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধুলাধুলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাঙব যমের মাথার খুলি॥
ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি, গলে দিয়া কাঁথা ঝুলি ॥ ৫০ ॥

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, দিবেনা পাবেনা, তায় বা কি ক্ষতি মোর॥

হোক নিলে দিয়ে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজী ভোর গো॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সার, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো॥
এমা ঘোর অহর্নিশি, মনোযোগে জাগে, কি কাষ তোর কঠোর।
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল, সুধা না পেলে চকোর গো॥
এমা আমি টানি কোলে, মন টানে পিছে, দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে পড়ে ছটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো॥৫১॥

রাগিণী সোহিনী—তাল একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি তোমায় আমায় একত্র রে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আনতে পারি হরে॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানবদেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে॥
গুরুবাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হুঙ্কারে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে॥ ৫২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা॥

ওরে শিকুরে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার ককার, সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কেটা।
কালী যার হৃদয়ে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালিটা॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রুব কর যত্ন যেটা॥
প্রসাদ বলে হৃদিভূমির, বিরোধ মেকে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণা কালীর, দেবোত্তরের দাগা চিঠা॥৫৩॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

ওরে মন চড়কি ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিহ তাহারে॥
ঘরেতে যুবতীর বাক, গাজনে বাজিছে ঢাক,
মনরে ওরে বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালী, বাজায় নানা সুরে॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলো পাঁজায় পাটে পড়ে,
মনরে ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ,
মনরে ওরে মায়া জোরে বঁড়শী গাঁথা, মেরু বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পাবি, ডাকো মেলে মারে॥৫৪॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলিকাঁথা, সেটাও নিতা সয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনিতো দেখায়।
যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেলে নানা ভয়।
এমা তুমি ত অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয়॥
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটের ট্যাকা, এ বড় সংশয়॥
প্রসাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা রামপ্রসাদের আশায়॥ ৫৫॥

—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কতশত, গয়াগঙ্গা দেখিতে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥৫৬॥

—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেঠা।
আগম নিগম শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা॥
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলোনা আর সিদ্ধিঘোটা॥
যেজন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছাই আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা যুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা;
এবে মায়েপোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥৫৭॥

রাগিণী গৌরীগান্ধার—তাল আড়া।

মা মা বলে আর ডাকবনা।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাবনা।
ডাকি বারেবারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে, মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচেনা।
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র, মা হয়ে হলিমা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা॥ ৫৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সামাল্ সামাল্ ডুবলো তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, করে ভরা কৈলে ভারী।
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়া তারা, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, যিনি হন ভবকাণ্ডারী॥ ৫৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজতল্লাসী॥
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী, দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥ ৬০॥

রাগিণী ঝিংলা—তাল একতালা।

মন তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনুতরণী ভবসাগরে ডুবাইলাম॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম॥
বিষম তরঙ্গমাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম।
প্রসাদ বলে মাগো, আমি কি কায করিলাম।
তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥ ৬১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলাম যথা তথা॥
দিবা হলো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দাওগো জগন্মাতা।
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গ দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে, রাখরে রাখ এই কথা॥ ৬২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নাম সারা॥
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণি হারা॥

ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই,
ওয়ার সত্ত্ব তম রজ, সেইরূপ বর্ণপারা॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা।
লেগেছে দশের তায়, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥
পাগল বেটার, কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে,
দিয়াছি গোসাঞী খৎ, এখন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা কারখৎ,
কাশায় কালায় নাওয়া খুটা, গাঙ্গী তোমায় ঝাটা যারা।
বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা॥ ৬৩॥

রাগিণী সোহিনী—তাল একতালা।

দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব মাগো খোজে খোজে নাহি পাবা।
বৎস পাশে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥
প্রসাদ বলে ফাঁকিজুকি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা॥
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা॥৬৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতলা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয়না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালেনা, এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতামাতা।
দেখে কালপ্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয়না ব্যথা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরোনা জগন্মাতা॥ ৬৫॥

রাগিণী ঝিংঝিট—তাল একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানী মহাল লয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিশ করি, দিতে হবে কমী॥
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি।
এখন ভাল না রাখতো, থাকুক রামমামি॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে কোথা রব কোথা রবে তুমি॥ ৬৬॥

রাগিণী লগ্নী—তাল আড়খেমটা।

মা বসন পর।
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো।
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো॥

পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো॥
ডানিহস্তে বরাভয়, মাগো বামহস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধিরধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা।
হেটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোণার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল পতি পাগল, মাগো আরো পাগল আছে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥ ৬৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বল্‌গে যা তোর যম রাজারে॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীভৃঙ্গে॥
সনদ আমার টিরস্‌ পাটে, যেমি সনদ তেমি টাটে।
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দিগম্বরে॥ ৬৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা।
সে যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেননা আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইয়ে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা,
দেখ বালী চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা।
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছে, জাননা সেই পদের মজা॥ ৬৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা আমি নই আটাশে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোক রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃৎকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিলকালে॥
মায়েপোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমারে, শান্ত করে লবে কোলে॥ ৭০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর মন হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি॥
শমন দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ্‌না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী॥ ৭১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্‌গে যা তোর যমরাজারে, আমার মতন নেছে কটা।
আমি যমের যম হ'তে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সাম্‌লায়ে বলিস্‌ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা॥৭২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে শমন কি দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ সে মোরে অভয় দিয়েছে॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে।

হিসাব বাকি থাকে যদি, দিবনারে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাকতে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে ॥
শিবরাজ্যে বসতি করি, শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ীর সাক্ষী আছে ॥৭৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাযের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত মন্ত্রভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, সে অর্থ কেন আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥ ৭৪ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন যেমন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসার তারানাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥ ৭৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ইথে কি আর আপদ আছে।
এই যে তারার জমি আমার দেহ ;
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া, এদেহের চৌদিকে ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হোতে বাহির হয়েছে।
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কাল কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥ ৭৬ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে ॥ ৭৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মাগো আমার কপালে দুষী।
দুষী বটে গো আনন্দময়ী॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী॥
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি॥
জননী ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, অকূলপাথারে ভাসি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গানামে দিব কাঁসি॥
পরের হরণ পরগমন, মনে তখন হাসিখুসি।
সাজাই যখন করে রোদন, প্রসাদ বলে জলে ভাসি॥ ৭৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে॥
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা কোন্ পুরুষে॥
মাগীমিন্সে ঝগড়া করে, রৈতে নার বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে দেশে॥

প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে।
মাগো আমার বাপের নাম লইলে বিরাজ কৈলাসে ॥ ৭৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা ॥ ৮০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর ভুলালে ভুলবনাগো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলবনাগো ॥
বিষয়ে আশক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলবনাগো ॥
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুণ জ্বলবনাগো ॥
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলবনাগো।
আশা বায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুলবনাগো ॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলবনাগো ॥
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলবনাগো ॥ ৮১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে হরিষে॥
আগে ভাঙবো গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে।
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, রেখে দূরদেশে।
রব রসাভাসে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ রসে।
ফলের ফলে সুফল লয়ে, যাইব নিবাসে॥
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও দৈবাশে॥
মন কর কি লওরে সুধা ছুজনাতে মিশে।
যাবে একই নিশ্বাসে সেন সূর্য্য সম শোষে॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠশুদ্ধি তারা বেশে।
নারী জানেনা যে মন কপাটে খিল দিয়েছি কোসে॥ ৮২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা মাননা শুননা কথা॥
অশুচি শুচিকে ল'য়ে দিব্য ঘরে কব শোভা।
যদি দুই সতীনে পীরিত হয় তবে শ্যামা মায়ে পাবা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ছুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে মায়াসুত ভেদসুত তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা॥
আধ্যাত্মিকের অন্নভোগ ছুটা সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা॥ ৮৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ক্ষয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥ ৮৪॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

কালীনাম জপ কর।
কারে শঙ্কা মার ডঙ্কা, যাবে কালীর কাছে।
কালীভক্ত জীবন্মুক্ত যে ভাবে সে আছে॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্পগাছে।
পৃষ্ঠে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, বদনাগ্রে সরস্বতী,
শিবশিবা রাত্রিদিবা, রক্ষা হেতু পাছে।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে॥
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালীকিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পাকে থাক নাচে॥ ৮৫।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজি কূপে পড়ে হাপন খাবে॥
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥
কালীনাম মহৌষধি, ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে পান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হরে॥
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাতে পরমাত্মায় মিশাইবে॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু ছায়া॥
ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যু ভয়টা কি এড়াবে॥ ৮৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ছিছি মনভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে বিষয় বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কর রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট হীতি পাজি॥
অহঙ্কারমদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন শিখ্‌বে তখন কর্ব্বে কালে পাপোষ বাজি॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি॥
পড়ে চেরের কোটায় মন টুটায় বে ভজে সে মন্দপাজি॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি॥ ৮৭॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

এ শরীরে কায কি রে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালীনাম নাহি বলে॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন না ডুবে চরণতলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কায,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা বিল্বদলে॥
সে চরণে কায কিবা, মিছা শ্রম রাত্রিদিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখন ফলে॥ ৮৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে ভালবাস তাঁরে।
যেজন ভবসিন্ধু পারে তারে॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার সংসারে॥
যনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে॥
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে, আছ পড়ে কারাগারে॥

অহঙ্কারে দ্বেষ রাগ, প্রতিকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভার শিবা সদাশিবাগারে ।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে ॥ ৮৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা ।

তারা আর কি ক্ষতি হবে ।
ছেলে গো জননী শিবে ॥
তুমি সবে সবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে,
থাকে থাক যায় যাক এ প্রাণ যায় যাবে ।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো তায় কি আমার ভবে ॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে ।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে ॥
আপনি যদি আপন তরি ডুবাই ভবার্ণবে ।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে ॥
শিখেছি মা খেতে আছি আর কি পাবে ডরে ।
আছি কাষ্ঠের পুত্তল পাষাণময়ে পাষাণেতে সবে ॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো সে হবে ।
তখন আমি জান কি তুমি জান তুমিই বিচারিবে ॥ ৯০ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয় জেনেছি তোমার চাতুরি॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁখঠারি।
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥ ৯১॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগম্বরা॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা॥ ৯২॥